ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

DL- No.-03 /Date:29/02/2025 ● Prgi Application Process No. : T/WB/2024/0617/6991/1130 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/

● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ১৪৫ ● কলকাতা ● ১৫ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩২ ● শুক্রবার ● ৩০ মে ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

দৈনিক সারাদিন পত্রিকার সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের সময়-সম্পত্তি কেড়ে নিতে চায় তা প্রমাণিত হলো

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

সম্পাদকের কণ্ঠ রোধ করতে না পেরে , তৃণমূল পার্টিতে যোগদান করতেই নানা ধরনের কৌশল অবনমন করছে রাজনৈতিক নেতারা। কাগজের সম্পাদক সাংবাদিক ও লেখক তাকে নাকি রাজনৈতিক নেতাদের কথা মত চলতে হবে, তৃণমূল পার্টি করতে হবে। কথা না

এরপর ৫ পাতায়

তৃণমূলকে আক্রমণ প্রধানমন্ত্রীর

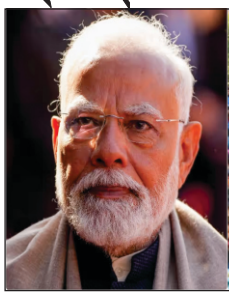

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

আলিপুরদুয়ার, ২৯ মে (হি.স.): তৃণমূল কংগ্রেসকে আক্রমণ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বৃহস্পতিবার আলিপুরদুয়ারের জনসভা থেকে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, কেন্দ্রীয় প্রকল্প বাস্তবায়ন হচ্ছে না পশ্চিমবঙ্গে। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, তৃণমূল কংগ্রেস দরিদ্র, পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায় এবং মহিলাদের বিরুদ্ধে এত ক্ষুব্ধ কেন?পাকিস্তানের বুঝতে হবে, আমরা আপনাদের ঘরে ঢুকে তিনবার আক্রমণ করেছি। ১৪০ কোটি ভারতবাসীর পক্ষ থেকে বাংলার এই ভূমি থেকে ঘোষণা করা হচ্ছে, অপারেশন সিঁদুর এখনও শেষ হয়নি। এখন আমি সিঁদুর খেলার পবিত্র ভূমিতে দাঁড়িয়ে আছি, সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে নতুন সংকল্প - অপারেশন সিঁদুর - নিয়ে কথা বলাই ঠিক। ২২ এপ্রিল, পহেলগামে নৃশংস সন্ত্রাসী হামলা দেশকে নাড়িয়ে দিয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে যে যন্ত্রণা ও ক্ষোভ অনুভূত হয়েছিল তা গভীরভাবে বোঝা যাচ্ছিল। আপনাদের ক্ষোভ

এরপর ৩ পাতায়

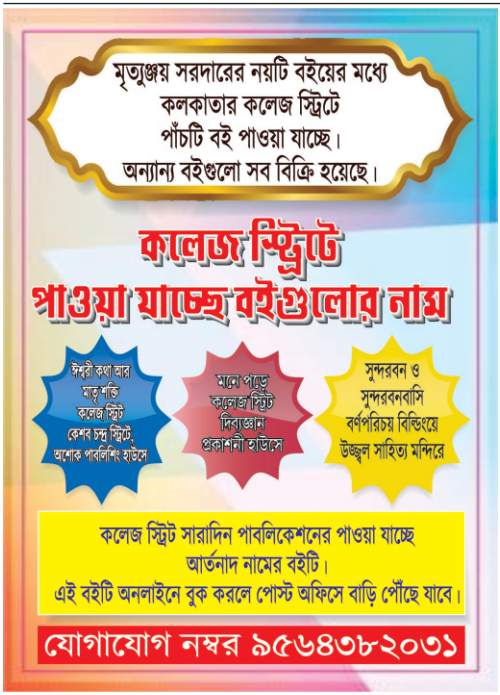

দীঘা সহ দক্ষিণবঙ্গের উপকূলবর্তী এলাকায় আজ ও কাল প্রবল বৃষ্টিপাত

বেবি চক্রবর্ত্তী

বৃহস্পতিবার ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দশ জেলাতে। দীঘা শংকরপুর মন্দারমনি সহ দক্ষিণবঙ্গের উপকূলবর্তী এলাকায় আজ ও কাল প্রবল বৃষ্টিপাত।

উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা,পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, কলকাতা, হাওড়া হুগলি,বাঁকুড়া ও পশ্চিম বর্ধমান জেলাতে ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা। বাকি সব জেলাতে বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝড় বাতাস বইবে।

বৃহস্পতি ও শুক্রবার বৃষ্টির পরিমাণ ক্রমশ বাড়বে। উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের বেশ কিছু জেলাতে প্রবল বৃষ্টি বা অতি ভারী বর্ষণের সর্তকতা। উত্তরবঙ্গের পার্বত্য এলাকায় ধস নামতে পারে। নদীর জল স্তর অনেকটাই বাড়তে পারে। শহর এলাকায় জমবে জল। গ্রামীণ নিচু এলাকায় প্লাবনের আশঙ্কা সপ্তাহান্তে।

কাল শুক্রবার ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতে। প্রবল বৃষ্টি বা অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা সাত জেলাতে। পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর বাঁকুড়া বীরভূম এবং হুগলি জেলাতে ২০০ মিলিমিটার পর্যন্ত বৃষ্টির আশঙ্কা। কলকাতা-সহ বাকি জেলাতে ৭০ থেকে ১১০ মিলিমিটার অর্থাৎ ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। কলকাতায় বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝড়ো বাতাস।

উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে অবস্থানরত সুস্পষ্ট নিম্নচাপটি উত্তর দিকে অগ্রসর হয়ে আরো ঘনীভূত হয়ে গভীর নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে। এটি আগামী ১২ ঘন্টায় আরো শক্তিশালী হয়ে অতি গভীর নিম্নচাপে পরিণত হয়ে উত্তরদিকে অগ্রসর হয়ে ২৯ মে সন্ধ্যা থেকে রাতের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের উপকূল অতিক্রম করার সম্ভাবনা রয়েছে।

পূবালি বাতাসের জেরে নিম্নচাপটি উত্তর-পূর্বে ঘুরে যেতে বাধা পাচ্ছে যার ফলে পরবর্তী সময়ে উত্তর-উত্তর পশ্চিম দিকে সামান্য ঘুরতে পারে।

তাই আজ ২৯ মে ভোররাত থেকেই হাল্কা বৃষ্টি শুরু হয়েছে।আজ সারাদিন মাঝারি বৃষ্টি চলবে কলকাতা সহ গাঙ্গেয় জেলায়। বিকেলের পর থেকে পরবর্তী ২৪ ঘন্টায় বৃষ্টির দাপট বাড়বে সাথে দমকা অথবা ঝোড়ো বাতাস।

উপকূলবর্তী জেলা পূর্ব মেদিনীপুরে ভারী থেকে অতি ভারী বর্ষণ সাথে কলকাতা ও লাগোয়া জেলায় ভারী বর্ষণের সম্ভাবনা,দুই ২৪ পরগণাও।দক্ষিণবঙ্গের বাকি জেলাতেও মাঝারি অথবা ভারী বর্ষণের সম্ভাবনা।

প্রধানমন্ত্রীকে কড়া ভাষায় বিধলেন মুখ্যমন্ত্রী

বেবি চক্রবর্ত্তী: কলকাতা

আগে চা বেচতেন, এখন সিদুঁর বেচছেন'। প্রধানমন্ত্রীকে এইভাবে আক্রমণ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেই অপারেশন সিঁদুর নাম দিয়েছিল। যাঁরা আমাদের বিজেপি বিরোধী দলের সমস্ত প্রতিনিধিরা দেশে হয়ে গলা ফাটাচ্ছেন বিদেশে, সেই সময় নির্বাচনী প্রচার হিসেবে রাজনীতির রং লাগিয়ে রাজনীতি হোলি খেলতে এসেছে একজন প্রধানমন্ত্রী। এটা শোভা পায় না' ।আমাদের প্রতিনিধিরা, অভিষেক বন্দেয়াপাধ্যায় ও টিমে আছে। প্রতিদিন সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে গলা চড়াচ্ছে। সেই সময়

সাংগঠনিক রদবদলের মধ্যে বক্সিকে নবান্নে ডেকে বৈঠক মমতার

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

তৃণমূলের সাংগঠনিক ক্ষেত্রে পরিবর্তন প্রক্রিয়ার মধ্যেই রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সির সঙ্গে একদফা আলোচনা করলেন তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সাধারণভাবে সুব্রতবাবুর সঙ্গে মমতার বৈঠক হয় কালীঘাটের অফিসেই। কিন্তু বুধবার বক্সিবাবুকে নবান্নে ডেকে পাঠান দলনেত্রী।বস্তত, আট মাস-ন'মাস বাদেই বিধানসভা ভোটের ঢাকে কাঠি পড়ে যাবে। যেসব ক্ষেত্রে সাংগঠনিক ত্রুটি-বিচ্যুতি আছে, তা সম্পূর্ণভাবে মেরামত করে ভোটে যেতে চাইছেন মমতা। ২১ জুলাইয়ের আগে মুখবদল প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে। একুশের মঞ্চ থেকে একধঝাঁক কর্মসূচি ঘোষণার মধ্য দিয়ে কার্যত শুরু বিধানসভা নির্বাচনের প্রচার।তাঁদের মধ্যে কী বিষয়ে আলোচনা হয়েছে তা নিয়ে কেউ কোনও মন্তব্য না করলেও রাজনৈতিক মহল জানাচ্ছে, সাংগঠনিক ক্ষেত্রে জেলাস্তরে পরিবর্তনের প্রক্রিয়ার পর ব্লকস্তরে দায়-দায়িত্ব অদলবদল নিয়ে দু'জনের কথা হয়েছে। এক্ষেত্রে বিধায়কদের মতামতকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে। তবে নাম চূড়ান্ত হবে দলের অভ্যন্তরীণ রিপোর্ট পর্যালোচনা করার পরই। এছাড়াও পুরসভার ক্ষেত্রে ব্যর্থদের বদলের যে প্রক্রিয়া আটকে রয়েছে সে বিষয়েও দু'জনের কথা হয়ে থাকতে পারে।

উল্লেখ্য, ইতিপূর্বে আই-প্যাকের প্রতীক জৈন তৃণমূলনেত্রীর সঙ্গে দেখা করেছিলেন। তাঁদের সার্ভে অনুযায়ী রিপোর্ট জমা রয়েছে। দলের মধ্যে সুব্রত বক্সির উপর মমতার বিশ্বাস ও নির্ভরতা অনেকটাই। তিনি একমাত্র শীর্ষনেতা যিনি আজ অবধি দলের লাইনের বাইরে কখনও কোনও পদক্ষেপ নেননি।

(১ম পাতার পর)

তৃণমূলকে আক্রমণ প্রধানমন্ত্রীর

আমি অনুভব করতে পারছিলাম। সন্ত্রাসীরা আমাদের বোনদের কপাল থেকে সিঁদুর মুছে ফেলার সাহস করেছিল। কিন্তু আমাদের সাহসী সৈন্যরা তাদের সেই সিঁদুরের শক্তি উপলব্ধি করিয়েছিল।সন্ত্রাসবাদকে লালনকারী দেশ পাকিস্তানের কাছে বিশ্বকে দেওয়ার মতো ইতিবাচক কিছু নেই। প্রতিষ্ঠার পর থেকেই এটি সন্ত্রাস ও হিংসার প্রজননক্ষেত্র হয়ে উঠেছে। কিন্তু ভারত বদলে গেছে। আমরা আর এই ধরনের কাপুরুষোচিত কাজ সহ্য করি না। এবং অপারেশন সিঁদুর আমাদের দৃঢ় জবাব।

কেন্দ্রীয় সরকার বেশ কিছু কল্যাণমূলক প্রকল্প চালু করেছে, কিন্তু রাজ্য সরকার পশ্চিমবঙ্গে সেগুলি বাস্তবায়নের অনুমতি দিচ্ছে না। আমি দুঃখের সঙ্গে বলতে চাই যে, আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্প থেকে সমগ্র দেশ উপকৃত হলেও, পশ্চিমবঙ্গের মানুষ বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং গুণমানসম্পন্ন স্বাস্থ্যসেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন - কারণ রাজ্য সরকার এই প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। এখন সারা দেশে ৭০ বছরের বেশি বয়সী প্রবীণ নাগরিকরা ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিনামূল্যে চিকিৎসা পাচ্ছেন। আমি আন্তরিকভাবে কামনা করি, পশ্চিমবঙ্গের সকল প্রবীণ নাগরিকও একই সুবিধা পান। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, তৃণমূল সরকার এটি হতে দিচ্ছে না।

প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, এনডিএ সরকার ঐতিহ্যবাহী কারিগর ও কারিগরদের সহায়তা করার জন্য এই প্রকল্পটি চালু করেছিল। এই কর্মসূচির আওতায়, সারা দেশে লক্ষ লক্ষ মানুষ দক্ষতা প্রশিক্ষণ, আধুনিক সরঞ্জাম, আর্থিক সহায়তা এবং জামানতমুক্ত ঋণ পাচ্ছেন। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের পরিস্থিতি ভিন্ন। তৃণমূল সরকার এই প্রকল্পটি বাস্তবায়ন না করায় ৮ লক্ষেরও বেশি আবেদন এখনও ঝুলে আছে। মোদী বলেছেন, পহেলগাম হামলার পর ভারত এখন বিশ্বকে বলে দিয়েছে, যদি এখন ভারতের উপর সন্ত্রাসী হামলা হয়, তাহলে শত্রুকে এর জন্য চরম মূল্য চোকাতে হবে।

মুখ্যমন্ত্রীকে ফের কটাক্ষ শুভেন্দুর

বেবি চক্রবর্তী: কলকাতা

এসএসসির হয়ে বিজ্ঞপ্তি জারি করার মতো ক্ষমতা মুখ্যমন্ত্রীর নেই, তা সত্ত্বেও তিনি এসএসসির হয়ে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছেন।যেটা তিনি মুখ্যমন্ত্রীর এই পদে বসে করতে পারেন না, একই সাথে রাজ্যের শিক্ষা মন্ত্রী ব্রাত্য বসুকে ভৃত্য বসু বলে কটাক্ষ করলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। এদিন নদিয়ার ধানতলায় তিরঙ্গা যাত্রায় যোগ দিয়ে রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও শিক্ষামন্ত্রী সম্পর্কে এমনই মন্তব্য করলেন শুভেন্দু অধিকারী। একই সাথে রাজ্যের চাকুরিহারা শিক্ষকদের পাশে থেকে তিনি জানান, রাজ্যের সমস্ত শিক্ষকরা যোগ্য আর শুধু একজন লোক অযোগ্য তা হল মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাই ২০২৬ এর বিধানসভা নির্বাচনে এই অযোগ্য মুখ্যমন্ত্রী কে সরানোর ডাক দিলেন তিরঙ্গা যাত্রা থেকেই। ২০২৬-এ মুখ্যমন্ত্রীকে সরালেই আর কোন সমস্যা থাকবে না, সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। কারোর চোখের জল আর থাকবে না বলেই জানান শুভেন্দু অধিকারী। একই সাথে মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন রাজ্যের নিয়োগ প্রক্রিয়ায় শূন্য পদের সংখ্যা বাড়ানো হবে। এই শূন্য পদ বাড়ানো নিয়ে কটাক্ষ করলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা। মুখ্যমন্ত্রীর শূন্য পদ বাড়ানো নিয়ে শুভেন্দু বাবু বলেন সুপ্রিম কোর্টের ডাইরেকশন অনুযায়ী মুখ্যমন্ত্রী শুন্য পদ বাড়াতে পারবেন না। মুখ্যমন্ত্রীর সমালোচনা করে শুভেন্দু অধিকারী বলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ১১১ টি কমিউনিটিকে ওবিসি তালিকায় ঢুকিয়েছেন। এর মধ্যে ১০৭ টি মুসলিম কমিউনিটি। যা এখনও পর্যন্ত বিচারাধীন। আর এই সমস্যার জন্য অনেকেই আজ দুর্ভোগে পড়ে আছেন।এদিকে সাংবাদিকদের সামনেই রাজ্যের চাকুরিহারা থেকে শুরু করে চাকুরী প্রার্থীদের আশ্বস্ত করেন তিনি। তিনি বলেন নিয়ম বহির্ভূত কোন কিছু করলে শুভেন্দু অধিকারী সর্বপ্রথম বাধা দেবে বলেই জানালেন তিনি।

শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি বন্দর, কলকাতা ভূমি, সম্পদ ও বন্দর-নির্ভর শিল্পায়ন বিষয়ক কর্মশালার আয়োজন করল

কলকাতা, ২৯ মে, ২০২৫

শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি বন্দর, কলকাতা (এসএমপিকে) 'নাভিক সেল-১১'-এর অধীন দ্বিতীয় কর্মশালার আয়োজন করে, যেখানে আলোচনার মূল বিষয় ছিল—ভূমি, সম্পদ ও বন্দর-কেন্দ্রিক শিল্পায়ন। কর্মশালার সভাপতিত্ব করেন শ্রী রথেন্দ্র রামন, চেয়ারপার্সন, এসএমপিকে। দেশজুড়ে বিভিন্ন বড় বন্দরের এস্টেট বিভাগের আধিকারিকরা সরাসরি ও ভার্চুয়াল মাধ্যমে কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন। চেন্নাই বন্দর কর্তৃপক্ষ, ভি. ও. চিদাম্বরণার বন্দর কর্তৃপক্ষ (তুতিকোরিন), পারাদ্বীপ বন্দর কর্তৃপক্ষ, বিশাখাপত্তনম বন্দর কর্তৃপক্ষ, মুম্বই বন্দর কর্তৃপক্ষ, হলদিয়া ডক কমপ্লেক্স ও কলকাতা ডক সিস্টেম-এর প্রতিনিধিরা কলকাতায় কর্মশালায় সরাসরি উপস্থিত ছিলেন। জওহরলাল নেহরু বন্দর কর্তৃপক্ষ (জেএনপিএ), নিউ ম্যাঙ্গালোর বন্দর কর্তৃপক্ষ (এনএমপিএ), এবং কোচিন বন্দর কর্তৃপক্ষ (কোপা)-র প্রতিনিধিরা ভার্চুয়াল মাধ্যমে সংযুক্ত হন-ফলে সর্বভারতীয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয়।

এই কর্মশালায় বিশদ আলোচনা ও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে—

ভাড়াটিয়া ও প্রাক্তন

এরপর ৪ পাতায়

সম্পাদকীয়

মোদির সভার পর চ্যালেঞ্জ মমতার, সুকান্ত বললেন, 'দম বোঝা যাবে'

শুভেন্দু অধিকারী। আর সেই নিয়ে পাল্টা চ্যালেঞ্জ ছুড়লেন তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এখন নির্বাচন করলেও তাঁরা প্রস্তুত বলে জানালেন। মমতার এই মন্তব্যে প্রতিক্রিয়া জানিয়ে সুকান্ত বলেন, "নির্বাচনের সময় আসতে দিন। বোঝা যাবে কার, কত দম। বলুন না একবার যে তৃণমূলের নেতারা বুথ জ্যাম করবেন না, ছাপ্পা মারবেন না, মুসলিম লেলিয়ে দেবেন না। এভাবে ভোট করে দেখান। দেখি কত দম।"বৃহস্পতিবার আলিপুরদুয়ারে মোদির সভাতেই নির্বাচনী আঁচ টের পাওয়া যায়। আর তার পরই নবান্ন থেকে কড়া জবাব দিলেন মমতা। তিনি বললেন, "ওঁর (নরেন্দ্র মোদির) মন্ত্রী বলছেন, অপারেশন বাংলা করবেন।চ্যালেঞ্জ করছি। সাহস থাকলে কালই নির্বাচন করান। আমরা প্রস্তুত। আপনাদের চ্যালেঞ্জ গ্রহণের জন্য প্রস্তুত বাংলা। বাংলা কখনও বিজেপি-র হাতে যাবে না। বাংলার সংস্কৃতি রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, বিবেকানন্দ, রামকৃষ্ণ, নেতাজির।" (Narendra Modi)

এদিন আলিপুরদুয়ারের সভায় রাজ্যের তৃণমূল সরকারকে তীব্র আক্রমণ করেন মোদি। বলেন, "তৃণমূল সরকার আপনাদের নিয়ে এত নির্মম কেন? নির্মমতার যত উদাহরণ দিই, ততই কম।" সেই মমতা বলেন, "বাংলা নির্মম নয়, বাংলা মানবিক সরকার। মোদির সরকার জুমলা সরকার। এত বছর রাজত্ব করে দেশকে কী দিয়েছেন? ভারত ধর্মনিরপেক্ষ দেশ। ম্যাডাম সোফিয়াকে দেখেছি। মোদিজি বিভাজন চান।"

Operation Sindoor নিয়ে মোদি রাজনীতি করছেন, সেনার কৃতিত্বকে নিজের বলে দাবি করে আত্মপ্রচার করছেন বলেও অভিযোগ তোলেন মমতা। যে সময় মোদি এইসব দাবি করছেন, তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে জানান মমতা। তাঁর কথায়, "মনে রাখবেন, সময়টা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিরোধীদের প্রতিনিধি দলে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও রয়েছেন। বিদেশে দেশের হয়ে, সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে গলা ফাটাচ্ছেন তিনি। আর সেই সময় প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নয়, বিজেপি-র নেতা হিসেবে এখানকার সমালোচনা করছেন। বাংলায় Operation Sindoor করবেন বলছেন, মানে জঙ্গিদের সঙ্গে বাংলার মাটিকে মিলিয়ে দিলেন! বাংলার সম্মানকে মাটিতে মিশিয়ে দিলেন। যা ইচ্ছে তা করতে পারেন উনি! দেশকে সম্মান করি,কিন্তু আত্মসম্মানের সঙ্গে আপস করব না। আমাদের দলের সাংসদ বিদেশে দেশের হয়ে গলা চড়াচ্ছেন, আর উনি এখানে এসে বাংলাকে গালি দিচ্ছেন, বাংলার সম্মান নিয়ে খেলা করেন। Operation Bengal করবেন! কালই নির্বাচন করুন। সব এজেন্সি তো আপনাদের হাতে!" বিজেপি-কে জুমলা পার্টি বলেও এদিন কটাক্ষ করেন মমতা।

কোজাগরী লক্ষ্মী পূজা সঠিকভাবে পালন করলে বহু ফল পাওয়া যায় মানব জীবনে

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(বিয়াল্লিশতম পর্ব)

শ্রীপদ্মধারিণী।। দ্বাদশৈতানি নামানি লক্ষ্মীং সম্পূজ্য যঃ পঠেত।স্থিরা লক্ষ্মীর্ভবেৎ তস্য পুত্রদারাদিভিংসহ।। বিশেষ দ্রষ্টব্য:- অবশ্যই তিন বার পাঠ করতে হবেশ্রী শ্রী লক্ষ্মীর পুষ্পাঞ্জলি মন্ত্রনমস্তে সর্বদেবানাং বরদাসি হরিপ্রিয়ে। যা গতিস্তং প্রপন্নানাং সা মে ভূয়াত্বদর্চবাৎ।। শ্রী শ্রী লক্ষ্মীর প্রণাম মন্ত্রওঁ বিশ্বরূপস্য ভার্যাসি পদ্মে পদ্মালয়ে শুভে।সর্বতঃ পাহি মাং দেবী মহালক্ষ্মী.. লক্ষ্মীর চারটি হাত। ধর্ম, কর্ম, অর্থ ও মোক্ষ— হিন্দুশাস্ত্রে এই চার হাতের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করাহয়েছে এভাবেই। যাঁরা মনে করেন মা লক্ষ্মী শুধুমাত্র

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

(৩ পাতার পর)

শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি বন্দর, কলকাতা ভূমি, সম্পদ ও বন্দর-নির্ভর শিল্পায়ন বিষয়ক কর্মশালার আয়োজন করল

ভাড়াটিয়াদের জন্য সংশোধিত "এককালীন নিষ্পত্তি প্রকল্প" (ওটিএসএস),

বর্তমান দখলকারীদের জন্য নতুন "ওটিএসএস" প্রবর্তন,

দখল লঙ্ঘনের বৈধতা দেওয়ার জন্য একটি মানক কার্যপ্রণালী (এসওপি) তৈরি,

একটি মানক ইজারা চুক্তির খসড়া প্রণয়ন,

নিয়োগ সংক্রান্ত নিয়মাবলি (আরআর)-এর পর্যালোচনা

এবং সমস্ত বন্দরের এস্টেট বিভাগগুলির জন্য একটি প্রস্তাবিত শ্রেণিবিন্যাস কাঠামো।

কর্মশালায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে শ্রী রামন বলেন, ওটিএসএস প্রকল্পটি বর্তমান ও প্রাক্তন ভাড়াটিয়াদের একটি সুবিচারসঙ্গত সুযোগ দিচ্ছে তাঁদের দখলকে বৈধ করার জন্য। এটি দীর্ঘদিন ধরে ঝুলে থাকা বিরোধ নিষ্পত্তি করতে এবং আইনি মামলার সংখ্যা হ্রাসে সাহায্য করবে।

কর্মশালার শেষে অংশগ্রহণকারী বন্দরগুলির মধ্যে এই বিষয়ে ঐকমত্য গড়ে ওঠে যে—ওটিএসএস-এর মতো প্রকল্পগুলি বিবাদ কমাতে ও স্বচ্ছতা বাড়াতে কার্যকর ভূমিকা নেবে।

সতীপীঠের অন্যতম কামাখ্যা

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

পরে অহোম রাজ্যের রাজারা এই মন্দিরটি আরও বড় করে তোলেন। অন্যান্য মন্দিরগুলি পরে নির্মিত হয়। জনশ্রুতি অনুসারে কোচবিহার রাজপরিবারকে দেবী কামাখ্যাই পূজার অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

(১ম পাতার পর)

দৈনিক সারাদিন পত্রিকার সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের সময়-সম্পত্তি কেড়ে নিতে চায় তা প্রমাণিত হলো

শুনলে জীবনটা তো কেড়ে নিতে চায়। কিন্তু সেটা যখন পারছে না তখন পুকুরে বিষ ,বাড়িতে লুটপাট ফিশরি দখল নেওয়ার চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। শুধু এখানে শেষ নয়, সম্পাদকের সম্পত্তি যখন অন্য লোকের নামে রেকর্ড হয়ে গেল, কোন ইনফরমেশন বা কোন তথ্য সম্পাদককে দেওয়া হয়নি নোটিশ করা হয়নি। অথচ ঠিক একমাস আগে অ্যাপিল কেসে 1022/24 সম্পাদকের ফেভার অর্ডার হয়। রেকর্ড হয় তারপর একমাস পরে সেই সম্পত্তি রেকর্ড বাতিল করে আজগুপি এক রহস্যময়ী নারীর উদঘাটন করে তার নামে রেকর্ড করালো, রাজনৈতিক নেতাদের কাগজ-কলমের জোরে। সম্পাদকের জ্যাঠামশাই কয়েক বছর আগে মারা গিয়েছে, তিনি মৃত্যুর আগেই নিজে সম্পত্তি তার দুই ভাইপোর সম্পাদক ও সম্পাদকের ভাইয়ের নামে উইল করে দিয়ে গিয়েছিলেন। তবে তিনি ওলে স্পষ্টভাবে লিখেছেন তিনি অবিবাহিত ছিলেন, মরে যাওয়ার পরেও মৃত ব্যক্তির স্ত্রী উদও হলো খাতা কলমে বাস্তবে কতটা আছে সম্পাদকের পরিবার জানে না। মরে যাওয়ার আগে তিনি অবিবাহিত ছিলেন মরে যাওয়র পরে সেই কবরে গিয়ে তিনি শান্তিতে নেই তাকে রাজনৈতিক নেতারা বিয়ে দিয়েই ছাড়লেন। মৃত ব্যক্তিকে রাজনৈতিক নেতারা বিয়ে দিলে দিলেন দুখিরাম সরদারকে। এই দুখিরাম সরদার হচ্ছে সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার নিজের জ্যাঠামশাই। তার সম্পত্তি রাজনৈতিক নেতারা সম্পাদকের কাছ থেকে কেড়ে নিতে চায়, সেই কারণেই আজব এক রহস্যময়ীকে উদঘাটন করে ওয়ারিশান বানিয়ে দিয়েছে সম্পাদকের পরিবারের। আজব আজব এই পৃথিবী, তৃণমূল সরকারে থাকলে কি না করা যায়। মৃত ব্যক্তিকে বিয়েও দিয়ে দেওয়া যায় সেটা আবার পঞ্চায়েতের প্রধানের ওয়ারিশন সার্টিফিকেট অনুযায়ী। ক্যানিং ২ নম্বর ব্লকের ভূমি সংস্কার দপ্তর এক মাস আগে ওই জমিটি নতুন করে রেকর্ড দিয়েছিলেন সম্পাদকের পরিবারের নামে । কেসের অর্ডার অনুযায়ী , সেই জমি কোনো নোটিশ ছাড়াই সম্পাদকের মৃত্যুঞ্জয় সরদারকে না জানিও রাতারাতি বাসন্তী সরদারের নাম চলে এলেন কিভাবে? তার সদ উত্তর আজও মেলেনি ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের আধিকারিক কাজ দিয়ে ! অথচ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার যখন জানতে পেরে বি এল আর কে লিখিত জানালেন , তখন হেয়ারিং করার নামে হয়রানি করানোর জন্য মৃত্যুঞ্জয় সরদারকে নোটিস ইমেইল করে পাঠিয়েছেন। সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের জমি যখন রেকর্ড কেটে অন্য লোকের নামে রেকর্ড দিলেন তখন মৃত্যুঞ্জয় বাবুকে একবারও জানানোর প্রয়োজন মনে করেনি ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের অফিসাররা। অথচ উনি যখন লিখিত অভিযোগ করে ওই নামের রেকর্ড বাতিল করতে আবেদন করছেন ,তখন তাকে হয়রানি করানোর জন্য হিয়ারিং করবে বলে নোটিশ ধরাচ্ছেন। অথচ সম্পাদকের নামের যখন রেকর্ড বাতিল হল তখন সম্পাদককে জানানোর প্রয়োজন মনে করলেন না ভূমি সংস্কারের দপ্তরের অফিসার। তৃণমূল সরকার জামানায় কিনা হয়, তা কাগজের সম্পাদক হোক বা সরকারি আমলা হোক কাউকে এরা ছাড়ে না। প্রশ্ন হল যে সম্পত্তিটা নিয়ে রাজনৈতিক নেতাদের কৌশল করে কেড়ে নিতে চায়।সেই জমিটা সম্পাদক নিজের বসতবাড়ি। এই জমি নিয়ে কলকাতার উচ্চ আদালতে মামলাও রয়েছে। সেই মামলায় পুলিশকে তদন্ত করার নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট, এছাড়া সম্পাদকের নিরাপত্তা দিতে বলেও দিয়েছে। এই সম্পত্তি কেড়ে নেওয়ার জন্য সুপারি কিলারকে কাজে লাগিয়েছে রাজনৈতিক নেতারা। তিনি প্রকাশ্যে তাঁর পরিবারের লোকজন দিয়ে হুমকি দিচ্ছে আমার শেষ থেকে ছাড়বে। শুধু এখানেই শেষ নয়, পরিকল্পনা করছে হেয়ারিং এর দিনে আমাকে হেয়ারিং এ হয়তো পৌঁছাতেই দেবে না মাছ রাস্তায় খুন করবে। আর সে চেষ্টাই ব্যর্থ হলে, ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরে অফিসে রাজনৈতিক লোকজনকে সামনে রেখে আমার উপরে আক্রমণ করবে এ খবর ছড়িয়ে পড়েছে সর্বত্রে। শুধু এখানে শেষ নয় সম্পাদক পরিবারের উপরে কুড়ি বছর অত্যাচার চলছে। সম্পাদক দেখতে চায় যে কলমের জোর বেশি, না রাজনৈতিক নেতাদের দুর্নীতি ও বোম বন্দুকের জোর বেশি। তবে সমস্ত বিষয় পুলিশ তদন্ত করছে বলে জানা গেছে। প্রকাশ্যভাবেই প্রমাণিত হলো দৈনিক সারাদিন পত্রিকার সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের সময়-সম্পত্তি কেড়ে নিতে চাই। এবং তার পরিবারকে অনাহারে মারতে চায়, তবে উচ্চ আদালতের প্রতি সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরকারের আস্থা রয়েছে। নিজের জমি নিজের নয়, রাজনৈতিক নেতাদের গুটি সাজিয়ে সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের জমি কেড়ে নেবে বলে, বাসন্তী সরদার নামে এক রহস্যময়ী নারীর নামে রেকর্ড এই হচ্ছে পশ্চিমবাংলার আইনশৃঙ্খলার পরিস্থিতি। প্রশাসন সব কিছু জেনে যেন না জানার ভান করে বসে রয়েছে, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কে এ বিষয়েও জানে না হয়েছে। অথচ মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তর থেকে কোনদিন কোন সদ উত্তর আসে না। দিনের আলোর মত পরিষ্কার সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কে কষ্ট রোধ করতে সর্বোচ্চভাবে প্রমাণিত হলো জমি কেড়ে নেওয়ার কৌশল।

আপাতকালীন পরিষেবা তালিকাসূচী

Emergency Contacts
Ambulance - 102
Ambulance (Randhumahal Club) - 9735697689
Child Line – 112
Canning PS - 03218-255221
FIRE - 9064495235

Contacts of Hospital, Nursing Home & Doctors
Canning S.D Hospital - 03218-255352
Dipanjan Nursing Home - 03218-255691
Green View Nursing Home - 03218-255550
A.K.Moolal Nursing Home - 03218-315247
Binapani Nursing Home - 9732545652
Nazat Nursing Home, Taldi - 9143032199
Welcome Nursing Home - 9733593488
Dr. Bikash Sapui - 03218-255269
Dr. Biren Mondal - 03218-255247
Dr Arun Dulal Paul - 03218 - (Cham) 253219 (Re) 255548
Dr. Phani Bhusan Das - 03218 - 255364, (Cham) 255264
Dr. A.K. Bhartacherjee - 03218-255518
Dr. Lokenath Sa - 03218-255660

Administrative Contacts
SP Office - 033-24330010
SDO Office - 03218-255340
SDPO Office - 03218-285398
BDO Office - 03218-255205

Contacts of Railway Stations & Banks
Canning Railway Station - 03218-255275
SBI (Canning Town) - 03218-255216,255218
PNB (Canning Town) - 03218-255231
Mahila Co-operative Bank - 03218-255134
WB State Co-operative - 03218-255239
Bandhan Bank - Mob. No. 7596012991
Axix Bank - 03218-255352
Bank of Boroda, Canning - 03218-257888
ICICI Bank, Canning - 03218-255206
HDFC Bank, Canning Hos. More - 9088107808
Bank of India, Canning - 03218 - 245091

রাত্রিকালীন ঔষধ পরিষেবার তালিকাসূচী (ক্যানিং)

প্রতি মাসের এই তারিখে এই সমস্ত দোকান খোলা থাকবে

01 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	02 ভারত মেডিকেল হল	03 সপ্না মেডিকেল হল	04 ভারত মেডিক্যাল হল	05 ঘোষ মেডিকেল	06 ঔষধ ঘর
07 আরোগ্য মেডিক্যাল	08 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	09 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	10 জীবন জ্যোতি ফার্মেসী	11 সিনহা মেডিকেল হল	12 গোকুল ফার্মেসী
13 ঔষধ ঘর	14 সৌভিক ফার্মেসি	15 নির্মলা মেডিকেল হল	16 মাতৃ ফার্মেসী	17 ইউনিক ফার্মেসী	18 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি
19 ঘোষ মেডিকেল	20 সৌভিক ফার্মেসি	21 আরোগ্য মেডিকেল	22 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	23 শোভা মেডিকেল হল	24 প্রমিলা মেডিকেল কর্নার
25 সিনহা মেডিকেল হল	26 ঘোষ মেডিকেল	27 মাতৃ ফার্মেসী	28 সৌভিক ফার্মেসি	29 নির্মলা মেডিকেল হল	30 মাতৃ ফার্মেসী

পশ্চিমবঙ্গের আলিপুর দুয়ারে সিটি গ্যাস বিতরণ প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় আমার সহকর্মী সুকান্ত মজুমদারজি, পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীজি, আলিপুর দুয়ারের জনপ্রিয় সাংসদ ভাই মনোজ টিগ্গাজি, অন্যান্য সাংসদ, বিধায়ক এবং আমার বাংলার ভাই ও বোনেরা!

আলিপুর দুয়ারের এই ঐতিহাসিক ভূমি থেকে বাংলার মানুষকে আমার নমস্কার!

আলিপুর দুয়ারের এই ভূমি কেবলমাত্র সীমান্ত দ্বারাই যুক্ত নয়, সংস্কৃতির মাধ্যমেও জড়িত। একদিকে ভুটান সীমান্ত, অন্যদিকে আসামের অভিনন্দন, একদিকে জলপাইগুড়ির সৌন্দর্য্য আরেকদিকে কোচবিহারের গর্ব। আজ এই সমৃদ্ধ ভূমিতে আপনাদের সকলের সঙ্গে দেখা করার সৌভাগ্য হয়েছে আমার।

বন্ধুগণ,

দেশ যখন আজ বিকশিত ভারতের লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছে, তখন বাংলার অংশীদারিত্ব প্রত্যাশিত ও অপরিহার্য। এই লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় সরকার এখানে অবিরাম পরিকাঠামো, উদ্ভাবন ও বিনিয়োগে নতুন গতি সঞ্চার করছে। বাংলার উন্নয়ন ভারতের ভবিষ্যতের ভিত্তিপ্রস্তর। আজ দেশের সেই ভিতে আরও একটি মজবুত ইঁট যুক্ত করার দিন। কিছুক্ষণ আগে আমি এই মঞ্চ থেকেই আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহারে সিটি গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশান প্রকল্পের শুভ সূচনা করেছি। এই প্রকল্পের সাহায্যে ২.৫ লক্ষেরও বেশি বাড়িতে স্বচ্ছ, নিরাপদ ও সস্তায় পাইপলাইন মারফৎ গ্যাস সরবরাহ হবে। এর ফলে, কেবলমাত্র রান্নাঘরের জন্য সিলিন্ডার কেনার চিন্তা দূর হবে তাই নয়, পরিবারগুলিতে সুরক্ষিত গ্যাস সরবরাহও করা হবে। এর পাশাপাশি, সিএনজি সেন্টার নির্মাণের জন্য স্বচ্ছ জ্বালানীর সুবিধাও বিস্তার করা হচ্ছে। এর ফলে, অর্থ সাশ্রয় হবে, সময় বাঁচবে, পরিবেশ রক্ষাও হবে। আমি আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহারের জনগণকে এই নতুন সূচনার জন্য অভিনন্দন জানাই। সিটি গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশানের এই প্রকল্প কেবলমাত্র একটি পাইপলাইন প্রকল্প নয়, এটি সরকারি প্রকল্প বাড়ির দরজায় হাজির করার এক অনন্য উদাহরণ।

বন্ধুগণ,

বিগত কয়েক বছরে ভারত শক্তি ক্ষেত্রে যে উন্নতি করেছে, তা অভূতপূর্ব। বর্তমানে আমাদের দেশ গ্যাস-নির্ভর অর্থনীতির দিকে দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। ২০১৪ সালের আগে দেশের ৬৬টি জেলায় সিটি গ্যাসের সুবিধা ছিল। বর্তমানে ৫৫০টিরও বেশি জেলায় এই সিটি গ্যাস নেটওয়ার্ক পৌঁছে গেছে। এই নেটওয়ার্ক এখন আমাদের গ্রাম ও ছোট ছোট শহরেও পৌঁছে যাচ্ছে। লক্ষ লক্ষ বাড়িতে পাইপলাইনের মাধ্যমে গ্যাস সরবরাহ হচ্ছে। সিএনজি-র দরুন জনপরিবহণেও পরিবর্তন এসেছে। এরফলে, পরিবেশ দূষণ কমছে, দেশবাসীর স্বাস্থ্যও সুরক্ষিত থাকছে এবং অর্থ সাশ্রয়ও হচ্ছে।

বন্ধুগণ,

প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনার মাধ্যমে এই পরিবর্তনে আরও গতি সঞ্চার হচ্ছে। আমাদের সরকার ২০১৬ সালে এই প্রকল্পের সূচনা করেছিল। এটি দেশের কোটি কোটি গরীব বোনেদের জীবন সহজ করেছে। এরফলে, মহিলারা ধোঁয়া থেকে মুক্ত হয়েছেন। তাঁদের স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়েছে এবং সবচেয়ে বড় কথা হ'ল – বাড়ির রান্নাঘরে সম্মানজনক পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। ২০১৪ সালে আমাদের দেশে ১৪ কোটিরও কম এলপিজি সংযোগ ছিল। বর্তমানে এই সংখ্যা ৩১ কোটিরও বেশি। অর্থাৎ প্রতি বাড়িতে গ্যাস পৌঁছে দেওয়ার যে স্বপ্ন ছিল, তা এখন সফল হচ্ছে। আমাদের সরকার এজন্য দেশের বিভিন্ন প্রান্তে গ্যাস বিতরণ নেটওয়ার্ককে মজবুত করেছে। এজন্য সমগ্র দেশে এলপিজি বিতরণকারীর সংখ্যাও বেড়ে দ্বিগুণের বেশি হয়েছে। ২০১৪ সালের আগে দেশে ১৪ হাজারেরও কম এলপিজি বিতরণকারী ছিলেন। বর্তমানে এই সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ২৫ হাজারের বেশি। দেশের বিভিন্ন গ্রামে এখন সহজেই গ্যাস সিলিন্ডার পাওয়া যায়।

বন্ধুগণ,

আপনারা সকলে উর্জা গঙ্গা প্রকল্পের সঙ্গে পরিচিত। এই প্রকল্প গ্যাস-নির্ভর অর্থ ব্যবস্থার লক্ষ্যে এক বিপ্লব সৃষ্টিকারী পদক্ষেপ। এই প্রকল্পের আওতায় গ্যাস পাইপলাইনের সাহায্যে পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলিকে সংযুক্ত করার কাজ চলছে। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ সহ পূর্ব ভারতের অনেক রাজ্যেই পাইপলাইনের সাহায্যে গ্যাস পৌঁছচ্ছে। ভারত সরকারের এইসব প্রচেষ্টা শহর বা গ্রাম সর্বত্রই কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করেছে। পাইপলাইন বসানো থেকে শুরু করে সরবরাহ পর্যন্ত প্রতিটি স্তরেই কর্মসংস্থান বেড়েছে। গ্যাস-নির্ভর শিল্প ক্ষেত্রও এর ফলে মজবুত হয়েছে। আমরা বর্তমানে এমন এক ভারতের লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছি, যেখানে জ্বালানী সস্তা, স্বচ্ছ ও সুলভ হবে।

বন্ধুগণ,

পশ্চিমবঙ্গ ভারতের সংস্কৃতি ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের এক বড় কেন্দ্র। বিকশিত ভারতের স্বপ্ন বাংলার উন্নয়ন ছাড়া সম্ভব নয়। একথা মাথায় রেখে কেন্দ্রীয় সরকার বিগত ১০ বছরে এখানে হাজার হাজার কোটি টাকার উন্নয়নমূলক কাজ শুরু করেছে। পূর্বা এক্সপ্রেসওয়ে বা দুর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়ে, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী বন্দরের আধুনিকীকরণ কিংবা কলকাতা মেট্রোর বিস্তার অথবা নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনের আধুনিকীকরণ বা ডুয়ার্সের পথে নতুন ট্রেন চলাচল সব ক্ষেত্রেই কেন্দ্রীয় সরকার বাংলার উন্নয়নের জন্য যথাসম্ভব প্রয়াস চালিয়েছে। আজ এই যে প্রকল্প শুরু হয়েছে, তাও কেবলমাত্র একটি পাইপলাইন নয়, উন্নয়নের জীবনরেখা। আপনাদের জীবনযাপন সহজ করা ও আপনাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ে তোলাই আমাদের লক্ষ্য। আমাদের পশ্চিমবঙ্গ বিকশিত হওয়ার লক্ষ্যে দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলুক – এই কামনার সঙ্গে আমি আরও একবার এইসব সুবিধার জন্য অনেক অনেক শুভকামনা জানাই। পাঁচ মিনিট পর, আমি এইখানে একটি খোলা মঞ্চে যাব। আপনারা আমার কাছ থেকে অনেক কথা শুনতে চান, সেসব কথা বলার জন্য ঐ মঞ্চ বেশি উপযুক্ত হবে। এজন্য বাকি কথা আমি সেখানেই বলব পাঁচ মিনিট পর। এই অনুষ্ঠানের জন্য এটুকুই যথেষ্ট। উন্নয়নের এই যাত্রায় আপনারা উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে এগিয়ে চলুন।

অনেক অনেক শুভকামনা, অনেক অনেক ধন্যবাদ।

(২ পাতার পর)

প্রধানমন্ত্রীকে কড়া ভাষায় বিধলেন মুখ্যমন্ত্রী

মোদীজী, সরকারের সমালোচনা করছেন, যে সরকার আপনাকে সম্পূর্ণ সমর্থন করেছে। এটা কি বিরোধীর আক্রমণ করার সময়?মমত বলেন মোদি একসময়ে নিজেকে চাওয়ালা বলতেন। দ্বিতীয়বার বললেন পাহারাদার। এখন আবার বলছেন, সিঁদুর বেচবেন। মধ্যপ্রদেশে গাড়ির মধ্যে ব্লু ফিল্ম চলছে। বিজেপি সাংসদ বলেছে, মহিলাদেরই উচিত সন্ত্রাসবাদীর দমন করা, মহিলারা করতে পারেননি। যাঁদের দলের সাংসদকে শাসন করার ক্ষমতা নেই, মহিলাদের অসম্মান করে, তাঁদের দলের নেতা হয়ে প্রধানমন্ত্রীর উচিত, তাকে বরখাস্ত করা।

সিনেমার খবর

২০ কোটিতে দীপিকার রাজকীয় প্রত্যাবর্তন

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

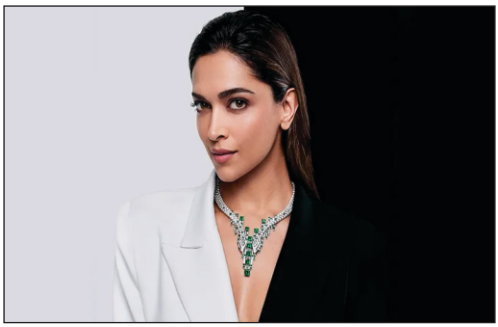

বলিউডের ইতিহাসে কিছু মুহূর্ত থাকে, যা শুধু খবর নয়, হয়ে ওঠে একেকটি অধ্যায়ের সূচনা। দীপিকা পাড়ুকোনের নতুন ছবিতে প্রত্যাবর্তনের ঘোষণাও ঠিক তেমনই এক মুহূর্ত– যেখানে আলোচনার কেন্দ্রে শুধু তাঁর অভিনয় নয়; বরং তাঁর পারিশ্রমিক। ২০ কোটি রুপি! এটা শুধু একটা সংখ্যা নয়, এটা একটা বার্তা।

মাতৃত্বকালীন বিরতির পর পর্দায় ফেরা কোনো অভিনেত্রীর জন্য সাধারণত অনেক প্রশ্ন অপেক্ষা করে– 'ফর্মে ফিরবেন তো?', 'দর্শক কীভাবে নেবেন?', 'অন্য নায়িকারা তো এখন ট্রেন্ডে!' কিন্তু দীপিকা যেন এসব প্রশ্নের উত্তর এক লাইনেই দিয়ে দিলেন– "আমি ফিরছি, রাজকীয়ভাবে।"

অ্যানিমেল-খ্যাত নির্মাতা সন্দীপ রেড্ডি ভাঙ্গার পরবর্তী সিনেমা 'স্পিরিট'-এ অভিনয় করবেন দীপিকা। এখানে তাঁর বিপরীতে থাকবেন প্রভাস, দক্ষিণ ভারতের সুপারস্টার। প্রভাসের সঙ্গে এর আগে 'কল্কি' সিনেমায় অভিনয় করেন দীপিকা।

জানা গেছে, এ সিনেমায় দীপিকা থাকবেন এক শক্তিশালী নারীর চরিত্রে, যিনি কেবল গল্পের অংশ নন; বরং চালকশক্তি। এ ছবির জন্য দীপিকা নিচ্ছেন ২০ কোটি রুপি পারিশ্রমিক, যা তাঁকে ভারতের সবচেয়ে বেশি পারিশ্রমিকপ্রাপ্ত অভিনেত্রীদের তালিকায় শীর্ষে নিয়ে গেছে। এবং এটাই বদলে দিতে পারে বলিউডে নারী-পুরুষ অভিনেতাদের মধ্যকার দীর্ঘদিনের পারিশ্রমিক বৈষম্যের চিত্র।

একসময় বলিউডে নারীদের পারিশ্রমিক ছিল "সহায়ক চরিত্র" বলেই সীমাবদ্ধ। তারা ছিলেন নায়ককে ঘিরেই– প্রেমিকা, স্ত্রী, মা কিংবা এক রোমান্টিক সংলাপের বাহক। কিন্তু দীপিকা সেই ধারা বদলে দিয়েছেন আগেও, এবার যেন করলেন আরও জোরালোভাবে। তিনি শুধু একজন অভিনেত্রী নন, তিনি এখন ব্র্যান্ড, এক শক্তির প্রতীক। তাঁর পারিশ্রমিকের এই ঘোষণায় শুধু সিনেমাপ্রেমী নয়, বলিউডের অনেক তারকারাও বিস্মিত। কেউ বলছেন, এটা যুগান্তকারী। কেউ আবার বলছেন, একটা দরজা খুলে গেল।" তবে বিষয়টি নিয়ে এখনও দীপিকা নিশ্চুপ। কারণ, তাঁর উত্তর তিনি দিচ্ছেন কাজে– স্ক্রিপ্টে, চরিত্রে, ক্যামেরার সামনে।

'স্পিরিট' এখন শুধু একটি ছবি নয়, এটি হয়ে উঠেছে এক নতুন দৃষ্টান্ত। দীপিকা পাড়ুকোনের ২০ কোটির প্রত্যাবর্তন তাই কেবল ফিল্মি গসিপ নয়– এটা এক নারীর সাহস, সাফল্য আর নিজেকে নতুনভাবে প্রতিষ্ঠা করার গল্প। আর এই গল্পে দীপিকা যেন নিজেই নিজের লেখক, নায়িকা এবং প্রযোজক। এটাই তাঁর আসল শক্তি। এই সিনেমার পাশাপাশি শাহরুখ খানের সঙ্গে সিদ্ধার্থ আনন্দের নতুন অ্যাকশন থ্রিলার 'কিং' সিনেমায় কাজ করবেন দীপিকা।

২০২৬ সালে মুক্তি পেতে চলা 'কিং' সিনেমার গল্পে রয়েছে এক নতুন মোড়, এক নতুন আবেগ।

ভারতীয় গণমাধ্যমসূত্রে জানা গেছে, 'কিং' সিনেমায় দীপিকাকে দেখা যাবে এক সম্পূর্ণ ভিন্ন চরিত্রে। তিনি অভিনয় করেছেন শাহরুখ খানের মেয়ে সুহানা খানের মায়ের ভূমিকায়। যদিও এটি একটি পূর্ণাঙ্গ প্রধান চরিত্র নয়, তথাপি চরিত্রটি পুরো গল্পের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকবে।

মুম্বাইয়ে বড় দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পেলেন সোনু নিগম

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

গায়ক সোনু নিগম যেন একের পর এক বিপদের মুখে পড়ছেন। সম্প্রতি বেঙ্গালুরুর একটি কনসার্টে মন্তব্য ঘিরে আইনি জটিলতায় জড়ানোর পর এবার মুম্বইয়ে এক ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পেলেন তিনি।

সূত্রের খবর, সম্প্রতি মুম্বইয়ের একটি রেস্তোরাঁর সামনে বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে দুর্ঘটনার মুখোমুখি হন সোনু। খোশমেজাজে হাঁটছিলেন তিনি, ঠিক তখনই একটি গাড়ি আচমকা তাঁর সামনে চলে আসে। নিরাপত্তারক্ষীরা সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে এসে তাঁকে আগলে নেন এবং বড়সড় দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পান গায়ক।

ঘটনাস্থলের একটি ভিডিও ইতোমধ্যে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে। ভিডিওতে দেখা যায়, ঘটনার পর সোনু কিছুটা হতভম্ব হলেও নিজেকে সামলে নেন এবং এক বন্ধুকে আলিঙ্গন করে রেস্তোরাঁর ভিতরে প্রবেশ করেন।

এর আগে, বেঙ্গালুরুর একটি কলেজ কনসার্টে কন্নড় ভাষায় গান গাওয়ার একাধিক অনুরোধে ক্ষুব্ধ হয়ে পহেলগামের ঘটনার সঙ্গে তুলনা করেন সোনু। এই মন্তব্য ঘিরে কন্নড় সম্প্রদায়ের একাংশের মধ্যে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। তাঁর বিরুদ্ধে কন্নড় জাতিকে অপমানের অভিযোগ এনে আদালতের দ্বারস্থ হন অনেকেই। ঘটনার জেরে বেঙ্গালুরু পুলিশের একটি প্রতিনিধি দল সোনুর বয়ান রেকর্ড করতে তাঁর বাসভবনেও যায়। যদিও পরে সোশ্যাল মিডিয়ায় ক্ষমা চেয়ে বিবৃতি দেন গায়ক। আদালত বর্তমানে কোনও শাস্তিমূলক পদক্ষেপ না নেওয়ার নির্দেশ দিলেও তদন্ত প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

ব্যক্তিগত ও পেশাগত জীবনে একের পর এক চাপে থাকা সোনুর জন্য এই দুর্ঘটনা নিঃসন্দেহে নতুন করে উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে সৌভাগ্যবশত বড়সড় বিপদ থেকে রক্ষা পেয়েছেন তিনি।

৩০ বছর পর Trimurti ফিরছেন King-এ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

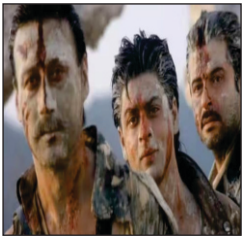

হ্যাঁ, শাহরুখ খান, অনিল কাপুর এবং জ্যাকি শ্রফ – এই ত্রিমূর্তি আবার ফিরছেন। তারা একসঙ্গে কিং ছবিতে কাজ করতে চলেছেন। এই ছবিটির শুটিং শুরু হবে ২০ মে থেকে। "ত্রিমূর্তি" (১৯৯৫) ছবিতে এই তিনজনকে একসঙ্গে প্রথম ও শেষবারের মতো দেখা গিয়েছিল।

এই ত্রয়ীর একসঙ্গে কাজ করা নিয়ে দর্শকদের মধ্যে উৎসাহ বেশি। কারণ, এই তিন তারকাকে একসঙ্গে কাজ করতে দেখা গেছে, তা হলো ১৯৯৫ সালের "ত্রিমূর্তি" ছবিতে, যেখানে তারা তিন ভাইয়ের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। "ত্রিমূর্তি" ছবির পরিচালক ছিলেন মুকুল আনন্দ।

"কিং" ছবিতে, শাহরুখ খানের মেন্টরের চরিত্রে দেখা যেতে পারে অনিল কাপুরকে। তবে জ্যাকি কোন চরিত্রে অভিনয় করবেন, তা এখনও স্পষ্ট নয়। এই ছবিতে রানি মুখার্জি যোগ দিয়েছেন।

এক নজরে দেখে নেওয়া যাক এখনও পর্যন্ত কোন তারকারা কিং সিনেমায় অভিনয় করবেন:

শাহরুখ খান	
অভিষেক বচ্চন	
আরশাদ ওয়ারসি	
রানি মুখার্জি	
দীপিকা পাড়ুকোন	
সুহানা খান	
অভয় ভার্মা	
জয়দীপ আহলাওয়াত	
অনিল কাপুর	
জ্যাকি শ্রফ	

রদ্রিগোকে চায় প্রিমিয়ার লিগের চার ক্লাব

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

গত মৌসুমেও রদ্রিগো গোয়েসের নামের পাশে 'নট ফর সেল' লিখে রেখেছিল রিয়াল মাদ্রিদ। চলতি মৌসুম শেষ হওয়ার আগেই ওই ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ডের এক পা সান্তিয়াগো বার্নাব্যুর বাইরে চলে গেছে।

গত মৌসুমে তাকে দলে নিতে লিভারপুল আগ্রহ প্রকাশ করেছিল। ম্যানসিটি তার জন্য মোটা অঙ্কের অর্থ খরচ করতে রাজি ছিল। সিটিজেনরা এবার ওই লড়াইয়ে শক্তভাবে না থাকলেও লিভারপুল নিয়মিতই তার বিষয়ে খোঁজ-খবর নিচ্ছে। ব্রাজিলিয়ান নাম্বার টেনকে দলে নেওয়ার লড়াইয়ে আছে আর্সেনাল ও ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। সংবাদ মাধ্যম গোল দাবি করেছে, রদ্রিগোকে কেনার লড়াইয়ে নতুন সংযোজন চেলসি।

আগামী গ্রীষ্মের দলবদলের দরজা খুললে লস ব্লাঙ্কোসদের সঙ্গে রদ্রিগোকে কেনার বিষয়ে আনুষ্ঠানিক কথা বলতে চায় চেলসি। একইরকম পরিকল্পনা লিভারপুল ও আর্সেনালের। সংবাদ মাধ্যমের মতে, এরই মধ্যে রদ্রিগোর এজেন্টের সঙ্গে লিভারপুল, চেলসি বোর্ড কথা বলেছে।

রদ্রিগো গত মৌসুমে রিয়াল মাদ্রিদের লা লিগা ও চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জয়ে বড় ভূমিকা রেখেছিলেন। তবে কিলিয়ান এমবাপ্পে ব্লাঙ্কোস শিবিরে যোগ দেওয়ায় গুরুত্ব হারিয়েছেন তিনি। জুড বেলিংহামও কেড়েছেন আলো। পছন্দের পজিশনে খেলতে পারেননি। যে কারণে তিনি সান্তিয়াগো বার্নাব্যু ছাড়তে চান।

ব্রাজিলিয়ান তারকা রিয়াল মাদ্রিদ শিবিরে জাবি আলোনসোর আনুষ্ঠানিক যোগ দেওয়ার অপেক্ষায় আছেন। আলোনসোর সঙ্গে শেষবার কথা বলতে চান তিনি। যদিও সংবাদ মাধ্যমের মতে, আলোনসোর কৌশলে অতটা ফিট নন রদ্রিগো। কারণ রিয়ালের এই নতুন কোচ দুই ফরোয়ার্ড নিয়ে খেলাতে পছন্দ করেন। এমবাপ্পে ও ভিনিসিয়াস হতে যাচ্ছেন ওই দুই ফরোয়ার্ড।

পঞ্জাব কিংসকে হারিয়ে ফাইনালে আরসিবি

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

চ্যাম্পিয়ন লাক কাজ করবে এ বার! এর জন্য বাকি আরও একটা ম্যাচ। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। তবে লিগ পর্বের শেষ ম্যাচে লখনউ সুপার জায়ান্টসের বিরুদ্ধে অবিশ্বাস্য রান তাড়া আর কোয়ালিফায়ারের পারফরম্যান্স। টি-টোয়েন্টি নয়, প্রথম কোয়ালিফায়ার হয়ে দাঁড়াল সর্বসাকুল্যে ২৫ ওভারের ম্যাচ। সেই ২০১৬ সালের পর আইপিএলের ফাইনালে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। সব মিলিয়ে চতুর্থবার ফাইনাল। পঞ্জাবের মুল্লানপুর স্টেডিয়ামে একপেশে জয়। মাত্র ১০২ রান তাড়ায় ৬০ বল বাকি থাকতেই ৮ উইকেটে জিতে ফাইনাল নিশ্চিত করল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু।

আরসিবির ব্যাটিং নিয়ে চারিদিক থেকেই প্রশংসার বন্যা। লিগ পর্বের প্রতি ম্যাচেই। শুধু এ বার নয়, বছরের পর বছর আরসিবি ব্যাটিংয়ের প্রশংসা হয়। এ বার যেন বোলিং আক্রমণ বার্তা দিল, তাদের দিকেও দেখার জন্য। টস জিতে বিনা দ্বিধায় রান তাড়ার সিদ্ধান্ত নেন আরসিবি ক্যাপ্টেন রজত পাতিদার। তবে এমন একটা একপেশে ম্যাচ বোধ হয় কেউই আশা করেননি। আরসিবি বোলারদের দাপটে সেটাই হল। মাত্র ১০১ রানেই অলআউট পঞ্জাব কিংস! যশ দয়াল, জশ হ্যাজলউডের সঙ্গে লেগ স্পিনার সূয়াশ শর্মা। অবিশ্বাস্য বোলিং পারফরম্যান্স আরসিবির।

রান তাড়ায় একটাই আশঙ্কা ছিল, ৪৫ দিন আগের একটি ম্যাচ। এই মাঠেই কেকেআরের বিরুদ্ধে মাত্র ১১১ রানের পুঁজি নিয়ে জিতেছিল পঞ্জাব কিংস। কিন্তু সেই ম্যাচের অন্যতম নায়ক যুজবেন্দ্র চাহালের চোট। গত দুই লিগ ম্যাচের মতো প্রথম কোয়ালিফায়ারেও চাহালকে পাওয়া যায়নি। এ মরসুমেও ৬০০-র উপর রান করা বিরাট কোহলিকে দ্রুত ফিরিয়ে ম্যাচে এনার্জি ফেরানোর চেষ্টা করেছিল পঞ্জাব কিংস। কিন্তু ফিল সল্ট-মায়াঙ্ক জুটির হাফসেঞ্চুরি। মায়াঙ্ক জয়ের দোরগোড়ায় আউট হন। ফিল সল্টের সঙ্গে বাকি কাজ কমপ্লিট করেন ক্যাপ্টেন রজত পাতিদার। ফিল সল্ট বিধ্বংসী একটা ইনিংস খেলেন। ছয় মেরে ম্যাচ ফিনিশ করেন রজত পাতিদার। আরসিবি শিবির যেন বলছে-এ সালা কাপ নামদে!

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali,P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329 and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR